কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

ফের আন্দোলনে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা

পদমর্যাদা, বেতন বৃদ্ধির দাবি

শরীফুল আলম সুমন ▶

দাবি পূরণ সত্ত্বেও আন্দোলন থেকে পিছু হটছেন না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গত বছর বেশির ভাগ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছেন। শিক্ষকদের আন্দোলনে চরম ব্যাঘাত ঘটে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায়। শেষ পর্যন্ত গত মার্চে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয় সরকার। কিন্তু মাস না ঘুরতেই এবার নতুন করে আন্দোলনে নেমেছেন সহকারী শিক্ষকরা। এতে গত বছরের মতো এ বছরও সিলেবাস শেষ করা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তবে আন্দোলনের ডাক দেওয়া সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা বলছেন, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটে—এমন কোনো কর্মসূচি তাঁরা দেবেন না।

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেওয়াসহ একাধিক দাবিতে গত বছরজুড়ে কর্মবিরতি, অনশন, সমাবেশ এমনকি বিদ্যালয়ে তালা পর্যন্ত ঝুলিয়েছেন শিক্ষকরা। দাবি অনুযায়ী, গত মার্চে সরকারপ্রধান শিক্ষকদের ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

ফের আন্দোলনে প্রাথমিকের সহকারী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দেন। পর্যায়ক্রমে পদোন্নতিসহ অন্য দাবিগুলো পূরণেরও আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সহকারী শিক্ষকরা বলছেন, প্রধান শিক্ষকদের তুলনায় তাঁদের বেতন এখনো অনেক কম। বেতন বাড়ানো সত্ত্বেও এখনো তাঁরা প্রধান শিক্ষকদের তুলনায় তিন ধাপ নিচে বেতন পান। তাই প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে বেতন ও প্রধান শিক্ষকদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদাসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল শনিবার থেকে নতুন করে আন্দোলনে নেমেছেন সহকারী শিক্ষকরা।

জানা যায়, সহকারী শিক্ষকদের ডজনখানেক সংগঠন ইতিমধ্যে আন্দোলনে নেমেছে। এর মধ্যে বেশির ভাগেরই কোনো নিবন্ধন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরেরও অনুমোদন নেই। সর্বোচ্চ ১১ দফা পর্যন্ত দাবি নিয়ে সংগঠনগুলো কর্মসূচি পালন করছে। দাবির মধ্যে সহকারী শিক্ষকদেরও দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দিয়ে প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে বেতন প্রদান, সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ করে সহকারী শিক্ষক থেকে পদোন্নতি প্রদান, সারা বছর বদলি কার্যক্রম চালু রাখা, শিক্ষক নিয়োগে পোষ্য কোটা ২৫ শতাংশ করা অন্যতম।

বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ গতকাল থেকে আন্দোলনে নেমেছে। আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি আহ্বান করেছে তারা। ২০ থেকে ৩০ মে বিভাগীয় সমাবেশ এবং ২ জুন ঢাকায় মহাসমাবেশ ডেকেছে তারা। এ সংগঠনের সদস্যসচিব শাহিনুর আল আমিন চাকরি করেন কেরানীগঞ্জের জিনজিরার ওসমানগনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, 'আমাদের সংগঠনে প্রায় লক্ষাধিক সদস্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে আমরা বেতন চাই। এ দাবিতে এত দিন প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে একত্রে আন্দোলন করলেও আমাদের তিন ধাপ নিচে বেতন দেওয়া হচ্ছে। আমরা শিশুদের পড়ালেখার কোনো ক্ষতি করে আন্দোলন করছি না। সব কর্মসূচিই পালন করা হচ্ছে স্কুলের সময় রেখে। আর শিশুরা কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তা বেশি করে পড়িয়ে পুষিয়ে দেওয়া হবে।'

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি আগামী ৮ মে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে প্রতীকী অনশন পালন করবে। ১৩ মে ঢাকায় সমাবেশের ডেকেছে তারা। সমিতির আহ্বায়ক নাসরিন সুলতানা চাকরি করেন রাজধানীর মিরপুরের আরসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, 'আমাদের সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। প্রধান শিক্ষকদের চেয়ে আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো অংশে কম নয়। এর পরও পদমর্যাদা ও বেতনে বিস্তর ফারাক। তাই আমরা আন্দোলনে নেমেছি।'

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সহকারী শিক্ষক ফ্রন্ট গত ১৫ এপ্রিল থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। চলবে ১ জুন পর্যন্ত। এ সংগঠনের আহ্বায়ক ইউ এস খালেদা চাকরি করেন রাজধানীর মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি বলেন, 'এত দিন আমরা যে আন্দোলন করেছি, তার নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান শিক্ষকরা। আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারিনি। এবার নিজেদের মতো করে বলতে চাই। তবে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করে কোনো কর্মসূচি দেব না।'

এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সহকারী শিক্ষক ফোরাম ও বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ঐক্য পরিষদ নামের দুটি সংগঠন ইতিমধ্যেই কিছু কর্মসূচি পালন করেছে। আরো কয়েকটি সংগঠন দাবি-দাওয়া নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেছে।

এসব বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিরিন আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সম্প্রতি প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতনও আপগ্রেড হয়েছে। এর পরও যদি সহকারী শিক্ষকদের আপত্তি থাকে, তা মীমাংসার জন্য সরকারকে তো কিছুটা সময় দিতে হবে। সেটা না করে তাঁরা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। আমরা আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষককে ডেকেছিলাম। তাঁদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। পুরো বিষয়টিই আমরা নজরে রেখেছি। পড়ালেখায় ক্ষতি হয়—এমন কোনো কর্মসূচি পালন করলে আমরা ওই সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেব।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) মো. ফারুক জলিল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগেই বেতন বাড়ানো হয়েছে। এর পরও যদি সহকারী শিক্ষকরা আবার আন্দোলনে নামেন, তাহলে কঠোরভাবে দমন করা হবে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। গত মার্চ থেকে প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল সাড়ে পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে ছয় হাজার ৪০০ টাকা (গ্রেড-১১) করা হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকদের মূল বেতন স্কেল পাঁচ হাজার ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার ৯০০ টাকা (গ্রেড-১২) টাকা করা হয়েছে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল চার হাজার ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা (গ্রেড-১৪) করা হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল চার হাজার ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে চার হাজার ৯০০ টাকা (গ্রেড-১৫)। সম্প্রতি সরকার ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান করেছে, যা প্রাথমিকের শিক্ষকরাও পাচ্ছেন।